بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

01 Poush 1427
16 December 2020

Message

Today is 16 December, our Great Victory Day and National Day. This is one of the glorious days of the Bangalee Nation. Responding to the clarion call of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee Nation earned ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggles and a nine-month bloody war against the Pakistani occupation forces. I extend my sincere greetings and warm felicitations to the countrymen marking the 50th Victory Day. I also express deep gratitude to those countries and persons who helped us by various means during our War of Liberation.

I pay deep homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 3-million martyrs, 2-hundred thousand dishonored women and the bravest sons of the soil- our freedom fighters, for whose supreme sacrifices we have got an independent and sovereign Bangladesh.

The Bangalee nation started movement for independence through Language Movement of 1948-1952, Education Movement of 1962, 6-Point Demand of 1966, and 11-point Movement and Mass Upsurge of 1969 under the undaunted leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. The Awami League secured an absolute majority in the general elections of 1970. However, Pakistani Military Junta did not allow the Bangalee Nation to assume power. The Father of the Nation realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee Nation would not be ended without achieving independence. Accordingly, on the historic 7 March of 1971, he in front of a million of people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, 'The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence.' At the call of Bangabandhu Sheikh Mujib, country-wide non-cooperation movement began. Preparation for waging armed struggle also continued.

On the fateful night of 25 March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. At the early hours of 26 March, Bangabandhu declared independence of Bangladesh. Formal War of Independence began. The first government of the People's Republic of Bangladesh formed with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as the Vice-President and Tajuddin Ahmad as the Prime Minister was sworn-in on 17 April 1971 at the historic Mujibnagar and led the Liberation War. The valiant freedom fighters earned ultimate victory on 16 December 1971 by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators- Razakar, Al-Badr and Al-Sham. We got our red-green flag.

When Bangabandhu Sheikh Mujib had engaged himself in rebuilding the war-ravaged Bangladesh, the anti-liberation war criminal cliques assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975. Through this heinous killing, they initiated the politics of killings, coup and conspiracy and blocked trial of Bangabandhu's killers through promulgating Indemnity Ordinance; thwarted democracy by declaring Martial Law; distorted the glorious history of Liberation War; destroyed its spirit; tailored the Constitution and restricted the freedom of the press. Later, the BNP-Jamat alliance government continued this trend.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Today's Bangladesh is a self-reliant Bangladesh. During 1996-2001 and the tenures of successive Awami League governments from 2009 to date, Bangladesh has made incredible socio-economic progress. Per capita income rose from US $543 in 2005-06 to US $2,085 now. Bangladesh has qualified to graduate to a developing country. We have made substantial progress in every field, including macroeconomics, agriculture, education, health, communications, information technology, infrastructure, power, rural economics and diplomacy. Various mega projects, including Padma Bridge, Metro Rail and Elevated Expressway are being implemented in road, rail, sea and air communication sector. With the launch of Bangabandhu Satellite-1, we have joined the list of Satellite technology savvy countries as the 57th nation in the world. Bangladesh today is one of the top five countries in the world in terms of economic progress; a country of 'Role model' of development. We have relentlessly been working to turn Bangladesh into a developed-prosperous country by 2041. We have started the implementation of the world's first 100-year 'Delta Plan 2100'.

Our government has adopted 'Zero Tolerance' policy to combat militancy, terrorism, repression on women and drugs menaces. We have established the rule of law in the country by executing the verdicts of the killers of the Father of the Nation. The verdicts of war criminals are being executed to rid the nation of stigma. We have peacefully resolved the land boundary issue with India. We have also peacefully resolved maritime boundaries with India and Myanmar. Bangladesh has been playing a commendable role in various international forums and in establishing world peace.

UNESCO has joined Bangladesh in celebrating the birth centenary of the Father of the Nation. Next year we will celebrate the golden jubilee of our Independence. Inspired by the spirit of the great War of Liberation, let us unite against all communal evil forces and thwart any conspiracy against the country, democracy and the government. In the midst of the Coronavirus pandemic, we must follow the health guidelines, and play our due role in maintaining the country's development, progress and continuity of democracy. May this be our firm pledge on this great Victory Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ পৌষ ১৪২৭
১৬ ডিসেম্বর ২০২০

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের-কে, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি'র ৬-দফা, ঊনসত্তরের ১১-দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ভুলণ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

বর্তমান বাংলাদেশ বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশ। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,০৬৫ মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কূটনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক-রেল-নৌ-বিমান যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের 'রোল মডেল'। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, নারী নির্যাতন ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে। আগামী বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবো। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করি। করোনা মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি। মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা